

‘কেমন আছ? চিনতে পারছ?’ খুদে শিল্পীর প্রশ্নে থমকে গেলেন SDO!

একটা সরকারি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। চারপাশে তখন বেশ গুরুগম্ভীর পরিবেশ। কিন্তু আচমকই ভিড়ের মধ্যে থেকে এক খুদে মেয়ের প্রশ্ন ‘কেমন আছ? চিনতে পারছ?’

প্রশ্ন শুনে খানিকটা ভাবাচাচা খেয়ে যান মালবাজারের মহকুমা শাসক, আইএএস উৎকর্ষ খান্ডাল।

অনলাইনে বেশি দামে দই বিক্রির অভিযোগে শহরের নেতাজি কলোনির একটি মিষ্টির দোকানে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় ১২ বছরের অরুণিমা ভাদুড়ি। এসডিতে তখনও বুঝে উঠতে পারেননি, এই মেয়েটিকে কোথায় দেখেছেন। কিন্তু অরুণিমা জিগুৎ উৎসাহে বলে ওঠে, ‘১৫ আগস্ট আপনার অফিসে ছবি একে আমি ফাস্ট হয়েছিলাম না?’

কয়েকদিন আগের সেই স্মৃতি মুহূর্তেই মনে পড়ে যায় উৎকর্ষের। সত্যিই তো! সেদিন অরুণিমার আঁকা ছবির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তিনি। এরপর আর কোনও ভূমিকা নয়। অরুণিমা সরাসরি বলে, ‘এখানেই আমাদের বাড়ি। আমার সঙ্গে চলে।’

খুদে শিল্পীর আবদার ফেলতে পারেননি এসডিও। মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে অরুণিমার হাত ধরে পৌঁছে যান তাঁর বাড়িতে। আর সেখানেই যেন বদলে যায় পুরো দুনিয়া।

বাড়ির ভয়দশা দেখে অবাক হয়ে যান উৎকর্ষ খান্ডাল। বুঝতে পারেন, পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অরুণিমার বাবা তপন ভাদুড়ি

পুরোহিতের কাজ করেন। মা সোমা করেননি। তিনি মোরোতেই বসে পড়েন। সপ্তাহে মাত্র একদিন এলাকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখান। সেই এবং ছবি আঁকার কথা জানতে চান।



**‘বিকি করার না, এমনিই দিয়ে দেব’
খুদে শিল্পীর ঘরের মেয়ের
বসে SDO, চোখ জল...**

সামান্য আয়ের উপরেই কোনওরকমে চলে তাঁদের সংসার।

মেয়ের সঙ্গে এসডিও বাড়িতে

এসেছেন, অথচ তাঁকে বসানোর মতো চেয়ারও নেই। প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে চেয়ার আনার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু উৎকর্ষ খান্ডাল আর অপেক্ষা

তারপর দেখতে চান তার আঁকার খাতা। পাতার পর পাতা উল্টে মুগ্ধ হয়ে যান তিনি।

অরুণিমার দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘তোমার ছবিগুলো সত্যিই খুব সুন্দর। সব ছবি আমি কিনে নেব। আমাকে বিক্রি করবে?’

কিন্তু শিশুসুলভ সরলতায় অরুণিমার উত্তর, ‘আমি তোমাকে ছবি বিক্রি করব না। এমনিই দিয়ে দেব। তুমি অফিসে রেখে দিও।’

এই কথাটাই যেন ছুঁয়ে যায় প্রশাসনিক কর্তার মন। বাড়ির বাইরে তখন প্রতিবেশীদের ভিড়। তাঁরা তপনকে বোঝাচ্ছেন, নিজের আঁকা ছবির কথা এসডিকে বলতে। হয়তো কোনও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু অসহায় বাবা কিছুই বলতে পারেননি।

শুধু মুদ্র স্বরে বলেছিলেন, ‘মেয়ে বড় হোক। এ টুকুই চাই সার।’

একজন বাবার কাছে নিজের জন্য কোনও চাওয়া নেই। সেই বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সার আবদার। একমাত্র স্বপ্ন, তাঁর মেয়েটা যেন বড় হয়, নিজের পায়ে দাঁড়ায়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে উৎকর্ষ খান্ডাল তপনকে বলেন, ‘কোনও রকম অসুবিধা হলে বলবেন। অফিসে সরাসরি চলে আসবেন। কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগবে না।’

সেই মুহূর্তে চোখের কোণ ভিজে যায় তরুণ এসডিওর কারণ সেদিন তিনি শুধু একজন প্রশাসনিক অধিকারিক হয়ে অরুণিমার বাড়িতে যাননি। তিনি একজন খুদে শিল্পীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর একজন বাবার নীরব লড়াইটাও অনুভব করেছিলেন। কখনও কখনও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বড় কোনও যোগা লাগে না। শুধু দরকার একটা মানবিক মন।

তথ্যসূত্রঃ এই সময় অনলাইন।

বর্তমান ছবিতে আশির দশকের ছবিতে খুব সুন্দর ভাবে রূপান্তর করার জন্য নিম্নলিখিত prompt ব্যবহার করুন।

মুখ ১০০% একরকম রাখুন এবং আপলোড করা ছবিগুলোকে একটি আসল ১৯৮০-এর দশকের সংস্করণে রূপান্তর করুন, এমনভাবে যাতে প্রতিটি ব্যক্তির মুখের পরিচয়, চেহারার বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক অনুরূপতা স্পষ্টভাবে চেনা যায়।

প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি অনন্য যুগোপযোগী ৮০-এর দশকের চুলের স্টাইল, ফ্যাশন, আনুষঙ্গিক এবং তাদের লিঙ্গ ও চেহারার উপযোগী ভিডি দিন। দম্পতিদের জন্য, উভয়কে স্বাভাবিকভাবে সাজান, সমন্বিত কিন্তু ভিন্ন লুকে। উষ সোনালি আলো, নস্টালজিক অ্যানালাগ ফিল্ম, সূক্ষ্ম দানা, ফিকে ভিনটেজ রঙ এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাকগ্রাউন্ড যেমন ক্লাসিক কার, পোস্টার, ক্যাসেট প্লেয়ার বা অন্যান্য ৮০-এর দশকের বিস্তারিত দিয়ে একটি সিনেমাটিক ১৯৮০-এর দশকের পরিবেশ তৈরি করুন।

অতিসত্যসম্মত, প্রাকৃতিক ত্বকের টেক্সচার, অত্যন্ত বিশদ সিনেমাটিক কম্পোজিশন, পেশাদার ১৯৮০-এর মেগাজিন ফটোগ্রাফি, উল্লম্ব ৯:১৬ পরিচয় বা মুখের কাঠামোকে পরিবর্তন করবেন না।

দেখছি যেমন আরশিতে

আগামীহীন বর্তমান

কাঠফটা রোদ তবু ঘরে রাত গভীর, সুখের মলটে যত্নে আড়াল অতাব-পোশাকে মুখোশে ঢেকে রাখা প্রাণ অধীর, বেরিয়ে এসেও ফের স্বপ্নে পড়া স্বভাব। গাছেরা নীরব থেকে প্রতিবাদে মুখর, নিঃসরণে উপড়ে যায় জনপদ-বিনোদনে রাত বিচারে বিরত শিকড়, সচেতনভাবে ঘরে ঢুকে পড়ে বিপদ।

আগ্নেয় মনের লাভায়

শুধু হাত দিয়ে নয়, মন দিয়েও মানুষ আঁকে নইলে সবার কাছে সাগর পাহাড় কেন বন্দি, আকাশের কোলে চাঁদ তারা মেঘ ইচ্ছে মতো থাকে, হিমবাহ তপ্ত হয়ে মলকে ঠাণ্ডা করার যত্ন-মনে আঁকা ছবি ফিকে হয় না, মুখোশ চাপা পড়ে, বেহিসেবি হিসেবের খাতায় দেখা থাকছে রোজ; উত্তরে পা-মেলাই ভাঙাচোরা পৃথিবীর ঘরে, মশলামাখানো সেদ্ধ শরীর চিবিয়ে গণভোজ।

— ড. গৌরাঙ্গদেব ভার্মা

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্প (PM Vishwakarma)

প্রকল্পের নাম প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্প। পরিচালনাকারী মন্ত্রক ভারত সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রক (MSME Ministry)।

উদ্দেশ্য হাত ও সরঞ্জাম ব্যবহার করে কাজ করা ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও

শিল্পীদের স্বীকৃতি দেওয়া, দক্ষতা বাড়ানো এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের পটভূমি

বহু শতাব্দী ধরে ভারতের ঐতিহ্যবাহী কারিগররা নিজেদের হাতে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

এই কারিগরদের সাধারণভাবে ‘বিশ্বকর্মা’ বলা হয়। তাঁদের কাজের মান, উৎপাদনক্ষমতা ও বাজারে পৌঁছানোর সুযোগ বাড়ানোর জন্য এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তাঁদের MSME (এরপর ৩-এর পাতায়)

সরকারী নথিতে নাগের বানান ডুল নেই তো?

এফিডেভিট | সংবাদপত্রে ঘোষণা প্রকাশ | গ্যাজেট নোটিফিকেশন

আইনি পরামর্শ ও সহযোগিতা > **মাস মিডিয়া 9233 44 45 46**

সান্ত্বনা নয়, সন্তানের প্রতিশ্রুতি...

বক্ষ্যাত্ত চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

“LIFE TOUCH IVF”

LIFE TOUCH TRUE VALUE IVF
The Fertility IVF Clinic & Lab
(A Unit of Dishari Health Point)
গৃহবাটিকা ভবন, ৪২০ মোড়, মালদা।

বিশদে জানতে কল করুন
89180 40511

মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত

ময়ূজ় অযুয়় শিশু অঙ্কন

স্থাপিত ১৯৭৫

Bengali Medium Nursery to X High School (Co-Ed) affiliated to WBBSE
ওল্ড আইসক্রীম ফ্যাক্টরি, হায়দরপুর, মালদা-৭৬২১০১

ভর্তি: ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ

অনলাইন আবেদন করার জন্য স্ক্যান করুন

ফর্ম ফিল-ইন এর সময় দরকার হবে

- একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস
- শিশুর সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবির সফট কপি
- বাবা অথবা মায়ের আধার কার্ড-এর সফট কপি

www.shishuangan.edu.in

শৈশবেই টানুন সীমারেখা

ডা. সুজিত সরখেল ও কনসালট্যান্ট সাইকিয়াট্রিস্ট আইপিজিএমই অ্যান্ড আর এসএসকেএম হাসপাতাল, কলকাতা

সন্তান কাদছে, খেতে চাইছে না বা বিরক্ত করছে? তাকে শাস্ত করতে অনেক সময় বাবা-মায়ের সহজ অস্ত্র হয়ে ওঠে মোবাইল। স্কুলপড়ুয়া শিশুর ক্ষেত্রেও একইভাবে মোবাইল ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে পারে বিনোদন ও অবসরের প্রধান মাধ্যম। শুরুতে সামান্য ব্যবহার মনে হলেও, নিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে তৈরি হতে পারে মোবাইলের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা, এমনকী আসক্তিও।

ছোট থেকেই লাগাম শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সময় জীবনের প্রথম কয়েক বছর। তাই দেড় থেকে দু’বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে মোবাইল বা নি থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখাই উচিত। দু’বছরের পর স্কিনে পরিচয় করলেও শিশুর হাতে স্বাধীনভাবে মোবাইল তুলে দেওয়া যাবে না। বাবামায়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষামূলক ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ বিষয় দেখানো যেতে পারে যেমন ছবির বই দেখানোর মতো করে ছবি দেখিয়ে শিশুকে প্রশ্ন করা। প্রায় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত এই ব্যবহার যতটা সম্ভব সীমিত রাখা দরকার। সপ্তাহে এক দু’দিন

এবং একটানা এক ঘণ্টার বেশি কখনই নয়।

স্কুলে গেলেই বাড়তি সতর্কতা স্কুলে যাওয়ার পর মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার আলাদা করতে হবে। পড়াশোনা বা শিক্ষামূলক প্রয়োজনে মোবাইলের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু গেম, সোশাল মিডিয়া বা উদ্দেশ্যহীন ব্যবহারের সময় দিনে এক ঘণ্টার বেশি না রাখাই ভালো। কৈশোরের শুরুর দিক পর্যন্ত স্কুলপড়ুয়ার মোবাইল ব্যবহারে অভিভাবকের নজরদারি জরুরি। ব্যক্তিগত স্মার্টফোন হাতে দিয়ে অবাধ ব্যবহারের সুযোগ না দেওয়াই ভালো।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্নোগ্রাফি, প্রাপ্তবয়স্কদের গুয়েবসাইট বা অনলাইন গ্যাংলিংয়ের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কনটেন্টের ক্ষতি সম্পর্কেও ছোট থেকেই সচেতন করতে হবে। শুধু নিষেধ নয়, সচেতন করাটাও জরুরি। ‘চুপ করাতে মোবাইল না সন্তান খেতে চাইছে না, বিরক্ত করছে বা ক্যাকাটি করছে-তখন তাকে চুপ করাতে নিয়মিত মোবাইল ধরিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। মাঝেমধ্যে এমনটা হলে সমস্যা নাও হতে পারে, (এরপর ২-এর পাতায়)

আনন্দন শিক্ষা নিকেতন

প্রিন্সারী, নার্সারী, কোজ, ও প্রাথমিক বিদ্যালয় মোঃ ৯৭৩৫০ ৯৩৪৪২

উত্তর সিঙ্গাতলা (তিতাস ক্লাবের নিকটে), মালদা

ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি : ২০২৭

আগামী ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে প্রি-নার্সারী (বয়স ২+), নার্সারী (বয়স ৩+) থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খালি আসন সংখ্যা অনুসারে **ভর্তির কর্ম দেওয়া ও ভর্তি নেওয়া চলছে।**

সময়ঃ সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা (শনিবার ১১টা থেকে ১টা)
(উপরের লিখিত ভর্তির বয়স ১.১.২০২৭-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

স্ক্রিনবন্দি

ফোনের নেশায় শৈশব কি হারিয়ে যাচ্ছে?

পড়াশোনা থেকে বিনোদন, স্কুল পড়ুয়াদের দিনযাপন জুড়ে এখন স্মার্টফোনের দাপট। প্রয়োজনের গণ্ডি পেরিয়ে সেই স্ক্রিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে থাকি কি শরীর-মনকে ঠেলে দিচ্ছে বিপদের দিকে?

পড়ুয়াদের ফোন-নির্ভরতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে। চোখ, মেরুদণ্ড, ঘুম কিংবা মানসিক স্বাস্থ্যে অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইমের প্রভাব কতটা? প্রীতিময় রায়বর্মন।

চোখ
মায়াপিয়া, ডিজিটাল আই স্টেন, চোখ শুকিয়ে যাওয়া, ঝাপসা দেখা।

মস্তিষ্ক
মনোযোগ কমে যাওয়া, একগুঠয়

সমস্যা, মানসিক অস্থিরতা।

ঘুমের ছন্দ অনিদ্ৰা, ঘুমের সময় কমে যাওয়া, দিনে ক্লান্তি।

ঘাড়
টেক নেক, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া ও বাথা।

মেরুদণ্ড
ভুল ভঙ্গিতে বসার কারণে পিঠে বাথা ও মেরুদণ্ডে চাপ।

হৃদযন্ত্র ও বিপাক
শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে ওজন বৃদ্ধি ও স্থূলতার ঝুঁকি।

মন
উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, বিরক্তি ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি।

পেশি ও হাড়
খেলাধুলা ও শরীরচর্চা কমে গেলে পেশী ও হাড়ের দুর্বলতা এবং শারীরিক সক্ষমতায় প্রভাব।

মালদা জেলা থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়সূচী সেপ্টেম্বর - অক্টোবর : ২০২৬

তারিখ	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
19.09.2026	05:24 ↑ (115°)	17:37 ↓ (245°)
20.09.2026	05:25 ↑ (115°)	17:36 ↓ (245°)
21.09.2026	05:25 ↑ (115°)	17:35 ↓ (245°)
22.09.2026	05:25 ↑ (115°)	17:34 ↓ (245°)
23.09.2026	05:26 ↑ (115°)	17:33 ↓ (245°)
24.09.2026	05:26 ↑ (115°)	17:32 ↓ (245°)
25.09.2026	05:27 ↑ (115°)	17:30 ↓ (245°)
26.09.2026	05:27 ↑ (115°)	17:29 ↓ (245°)
27.09.2026	05:27 ↑ (115°)	17:28 ↓ (245°)
28.09.2026	05:28 ↑ (115°)	17:27 ↓ (245°)
29.09.2026	05:28 ↑ (115°)	17:26 ↓ (245°)
30.09.2026	05:29 ↑ (115°)	17:25 ↓ (245°)
01.10.2026	05:29 ↑ (115°)	17:24 ↓ (245°)
02.10.2026	05:29 ↑ (115°)	17:23 ↓ (245°)
03.10.2026	05:30 ↑ (115°)	17:22 ↓ (245°)
04.10.2026	05:30 ↑ (115°)	17:21 ↓ (245°)

যে কোনো দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপন দিতে **977 5454 577**

CSC DigiSign - ভারতের ডিজিটাল সিগনেচার...

নতুন মূল্য - আরও বেশি সুবিধা!!
VLES-এর জন্য টোকেন মূল্যে পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে আপনি আরও বেশি মান

পেতে পারেন এবং VLE নেটওয়ার্কের মাধ্যমে DSC বিক্রয় বাড়ানো যায়।
eSign সার্ভিস ব্যবহার করতে, দেখুন —

<https://www.cscdi.gisign.in/> আরও তথ্যের জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন support@cscdi.gisign.in এ বা কল করুন 14599 (VLE-এর জন্য) & 7217616654 (ক্লায়েন্ট / নাগরিকদের জন্য)।

DSC Benefits

Secure Today, Sign Tomorrow

A Digital Signature Certificate (DSC) is your legally valid digital identity that empowers you to sign documents securely online.

01

LEGALLY VALID & SECURE IDENTITY

Provides legally valid and secure identity for online transactions.

02

MANDATORY FOR COMPLIANCE

Mandatory for GST, MCA, Income Tax, EPFO, and other government filings.

03

ENSURES DATA INTEGRITY

Ensures data integrity and prevents tampering.

04

BUILDS AUTHENTICITY & TRUST

Enhances authenticity and trust in digital documents.

05

TIME-SAVING & CONVENIENT

Saves time – no need for physical presence or paperwork.

IDEAL FOR

- Businesses
- Chartered Accountants
- Companies & Organizations
- Professionals
- Individuals

Get Your DSC Today!

<https://www.cscdigisign.in/> | 14599 (For VLE Support)

Support Email: support@cscdigisign.in | Enquiry Email: esign@csc.gov.in | Phone: 14599 (For VLE Support)

বার্থ সার্টিফিকেট

এডুকেশনাল সার্টিফিকেট

এফিডেফিটের মাধ্যমে নামের বানান

সংশোধনের বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে ঘোষণা করুন।

ড্রাইভিং লাইসেন্স

পলিসি সার্টিফিকেট

পারামর্শ ও সহযোগিতা : মাস মিডিয়া # 9233 44 45 46

পাসপোর্ট

রেজিস্ট্রি ডিভ

চাকুরী সংক্রান্ত কাগজপত্র

সমস্ত সরকারী কাগজপত্রে

নামের বানান

সঠিক আছে তো?

পাত্র চাই

● পুত্রবৎ বৈশ্য সাহা 35/5'3" স্কুল শিক্ষিকা (H.S.) পাত্রীর জন্য সং চাঃ পাত্র চাই (মালদা)। M - 9851146026. NP-0517

● বৈশ্য সাহা 34/5'4" M.A., B.Ed., মালদা, H.S. শিক্ষিকা (ছাত্রী) পাত্রীর সং চাকুরে / প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। M - 95475 34931. NP-0409

● রায় (SC) 36/5'3" এম.এ., বি.এড., ফর্সা, সুন্দরী, সরকারী চাকুরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারী চাকুরিজনী 41-এর মধ্যে পাত্র চাই (মালদা অগ্রগণ্য)। M - 7602833649. OTS-1912

● বর্মান 31/4'5" ফর্সা, সুস্থী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, মালদা নিবাসী পাত্রীর সং চাঃ / ব্যবসা উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M - 8759007708. NP-0427

পাত্র চাই

● মাহিয়া 32/5'3" স্নাতক, সুস্থী পাত্রীর (গোলে অল্প শ্বেত) জন্য সরকারী চাকুরে / প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। M - 96148 68917. NP-0393

● কায়স্থ দাস, Gen., একমাত্র কন্যা সন্তান 31/5'2" স্নাতক, Geo. (Hons.), B.Ed., প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সং চাঃ / প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। M - 9593612464. NP-0453

● বৈশ্য সাহা 34/5'2" M.A., B.Ed., মালদা নিবাসী নামমাত্র বিবাহ-বিচ্ছিন্ন পাত্রীর 36 - 40 মধ্যে নেশাহীন, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, ইস্যুসেস সরকারী চাকুরে পাত্র কাম্য। M - 9002296608. NP-0466

পাত্রী চাই

● ব্রাহ্মণ, শান্তিলা গোত্র 30/5'9" B.H.M.S. (Hons.), M.D. (Medicine) পাত্রের জন্য সং চাঃ / কেঃ সং চাঃ, চাকুরীরতা ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। M - 7501647028. NP-0546

● কায়স্থ 39/5'10" M.Com., C.A., কলিকতে বেস সং প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, 36 মধ্যে পাত্রী চাই। M - 9679673102. NP-0526

● Gen., 31+ বিটেক, ভাল আয় ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। কর্মরতা অগ্রগণ্য। শীঘ্র বিবাহ। M - 9474343839. NP-0531

● তত্ত্বাবধায় 34/5'7" B.Tech. দিল্লিতে কর্মরত (ডেটা অনালিস্ট)। আদি নিবাস পাকুড়, বাড়িখন্ড। একমাত্র দ্বিদি বিবাহিতা, কলকাতা নিবাসী। সুস্থী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া, 29-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। মালদা বা উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। M - 8013110800. NP-0446

● বাঙালী চৌধুরী 30/5'9" M.A., Pol. Sc. (পোস্ট মেডালিস্ট), প্রাইভেট স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য B.A. / M.A., গ্লিস, সুস্থী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M - 8670153697. NP-0413

কর্মখালি

মালদাতে নিজ চেম্বারে কম্পিউটারে excel-এ কাজ জানা ছেলে / মেয়ে চাই। 4 ঘণ্টা - Rs. 5000/-, M - 94342 19397. NP-0524

দুর্গাপুজোর জন্য পুরোহিত পাওয়া যায়। যোগাযোগ করুন - 77187 48347. NP-0540

কর্মখালি

মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত যযুজ অযুজ শিশু অঙ্কন স্থাপিত ১৯৭৫ Bengali Medium Nursery to X High School (Co-Ed) affiliated to WBBSE ওল্ড আইসক্রীম ফ্যাক্টরী, হায়দরপুর, মালদা-৭৩২১০১

টিউশন / কোচিং

● পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বাড়িতে গিয়ে VII - X (সমস্ত বোর্ড) ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা মতো অঙ্কের CHAPTERS বোঝাচ্ছেন SLOT বুকিং-এর মাধ্যমে (বুহঃ / শুক্রঃ)। Pal Sir - 9932239094. NP-0297

বাড়ি বিক্রয় হবে। পিরোজপুর ডিমল্যান্ড কলোনিতে (দোতলা বাড়ি)। যোগাযোগ করুন - 8001311842. NP-0529

মালদা শহরের মকদমপুরে 3rd ফ্লোরে 765 sq.ft., 2 BHK ফ্ল্যাট বি-সেল করবো। ফোন - 97495 34322. NP-0522

মালদা স্টেশন সংলগ্ন এবং রেল হাসপাতালের সমীকটে 3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। মূল্য 47 লাখ। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M - 83270 09976. NP-0537

পাটুলিতে (দঃ কলিকাতা) জমি বিক্রি। 4 কাঠা 5 ছটাক, কর্ণার প্লট। কবি সুভাষ মেট্রো 6 - 7 মিনিট। 33 লাখ/কাঠা Negotiable. M - 98300 17788 / 98042 92904. NP-0519

জ্যোতিষ চর্চা

জ্যোতিষী (Astrologer)

তাপস কুমার ব্যানার্জী M.A.R.P. (Kol)

দক্ষিণ সিঙ্গাতলা, মালদা টাউন হাইস্কুলের মেইন গেটের ডান দিকে Mobile : 98320 78468 / 92326 71649

ভাড়া / লীজ

Office space for Rent 1000 sq.ft. R. K. Pally. Suitable for NBFC / Bank / Office / Training Centre. M - 79080 17003. NP-0533

বিক্রয়

পূরনো / ব্যবহৃত সম্পত্তি বেচুন

পূরনো জিনিস বা যে কোন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে চাইলে জরুরী গাইডে বিজ্ঞপন দিন সর্বাধিক 50 টি অঙ্কের মাত্র 100 টাকার বিনিময়ে। সাথে khonj.in ওয়েবসাইটে বিনামূল্যে 30 দিনের জন্য পোস্ট করুন। WApp - 92334 44546.

পারবতী

বিতরিত হবে

9 অক্টোবর, 2026, শুক্রবার। বিজ্ঞপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 3 অক্টোবর, 2026, শনিবার, সন্ধ্যা 7 টার মধ্যে।

নামমাত্র খরচে পাত্র / পাত্রীর প্রোফাইল khonj.in ওয়েবসাইটে পোস্ট করুন। মালদা সহ নিকটবর্তী জেলার খোঁজ-খবর পান।

নীচের ফর্মের তথ্য পূরণ করে হোয়াটসঅ্যাপ করুন

প্রার্থীর (পাত্র / পাত্রীর) নাম* :

বয়স :

উচ্চতা :

কাস্ট / গোত্র / পদবি :

ব্রাহ্ম গ্রুপ :

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

অন্যান্য যোগ্যতা :

চাকুরে / ব্যবসায়ী / অন্য কোন পেশা :

পৈতৃক নিবাস :

কর্মস্থল :

বার্ষিক আয় :

চেহারা গড়ন :

পিতা-মাতার কততম সন্তান :

বর্তমানে বৈবাহিক স্থিতি :

১) অবিবাহিত ☐ ২) ডিভোর্সী ☐

৩) বিধবা ☐ ৪) বিপত্নীক ☐

৫) ডিভোর্সের জন্য অপেক্ষাকৃত ☐

খাদ্যাভ্যাস :

নিরামিশাষী হলে লিখুন :

বাসস্থান :

নিজস্ব ☐ পৈতৃক ☐ ভাড়া ☐

কেমন পাত্র / পাত্রী খুঁজছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কোন কাস্ট অগ্রাধিকার? ☐ সর্বর্ণ ☐ অসর্বর্ণ ☐ উচ্চ অসর্বর্ণ ☐

নিজের সাম্প্রতিক ছবি (সর্বাধিক তিনটি),

আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, বয়সের প্রমাণ (PAN / Admit Card)।

(ছবি সহ সরকারী একটি নথি ও বয়সের প্রমাণের নথির ফটোকপি / ডিজিটাল কপি পাঠানো বাধ্যতামূলক)।

WApp No. : 9233 44 45 46 (chat only)

khonj.in/patro (পাত্রের জন্য), khonj.in/patri (পাত্রীর জন্য)

তারিখ :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ঠিকানা :

ফোন / হোয়াটসঅ্যাপ নং :

ই-মেইল আইডি :

শৈশবেই টানুন

(প্রথম পাতার পর)

কিন্তু মোবাইল যদি শিশুকে সামলানোর নিয়মিত সহজ সমাধান হয়ে যায়, তাহলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে মোবাইলের উপর নির্ভরতা তৈরি হতে পারে।

আসক্তি তৈরি হলে কী করবেন? মোবাইলে আসক্তি হয়ে পড়লে প্রথমেই ব্যবহারের সময় কমাতে হবে এবং বাড়িগত মোবাইলে অবশ্য অ্যাক্সেস বন্ধ করতে হবে। দিনে চার ঘণ্টা ব্যবহার করলে একদিনে পুরোপুরি বন্ধ না করে ধীরে ধীরে সময় কমানো যেতে পারে। নিদিষ্ট অ্যাপ বা সোশাল মিডিয়ার প্রয়োজন। রাতে খাওয়ার পর থেকে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত গোটাকি পরিবারে “ক্লিনমুন্ড সময়” তৈরি করা যেতে পারে। শুধু শিশুকে নিয়ম মেনে চললে হবে না, বাবা-মাকেও একই নিয়ম মেনে চলতে হবে। তবে সব ক্ষেত্রে শুধু মোবাইল বন্ধ করলেই সমস্যার সমাধান হয় না। বিষয়গত বা এডিটোরিয়াল মতো কোনও মানসিক সমস্যা থাকলে তার কারণেও সন্তান মোবাইলের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। তাই প্রয়োজন অন্তর্নিহিত সমস্যাটি চিহ্নিত করে তার চিকিৎসা।

মোবাইলের ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি স্ক্রলপড়িয়া শিশুকে মোবাইলের বাইরের আনন্দের জগতটাও ফিরিয়ে দিতে হবে।

বিনামূল্যে বিতরণ কেন্দ্র

অনলাইনে পড়ুন - aamaarsahor.com

● রথবাড়ী (অডিটোরিয়াম), নিউ মডেল বুক ডিপো - 98514 87741

● কবি সুকান্ত মোড়, রূপা ব্যান্ড বঙ্গ - 99324 81754 + এন.বি.এস. টি.সি. ডিপো সংলগ্ন, চক্রবর্তী পোপার সাপ্পারার - 99339 93660

● রাজ হোটেলে মোড়, মডেল বুক ডিপো - 94342 31832 + অতুল মার্কেট, মা তারা ম্যাগাজিন - 77979 19580 + রামকৃষ্ণপল্লী, এসবিআই-এর কাছে, সাইবার ফিভার - 89263 09911

● ফুলবাড়ি, এন. কে. রোড, স্মার্ট নোট - 94346 81146

● মকদমপুর, রথধর-এর বিপরীতে, মাস মিডিয়া - 9732155526

● আইহো বাস স্ট্যান্ড, গীতা পুস্তকালয় - 94744 75342.

যেচে কথা বল

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরছিল অনির্বাণ। মেট্রো থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। চারপাশে মানুষের ভরা, অথচ সবাই যেন নিজের নিজের ছোট্ট একটা আদুশ ঘরে বন্দী। কারও চোখে চোখ পড়ছে না, কারও মুখে কথা নেই। হঠাৎ সামনে একটা দৃশ্য দেখে তার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তখন সে ক্লাস সিনে পড়ে। প্রতিদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় মোড়ের মাথায় এক কাবু দাঁড়িয়ে থাকতেন। সাদা পাঞ্জাবি, হাতে বাজারের ব্যাগ।

যেদিনই দেখতেন, একই প্রশ্ন করতেন।

কী রে, স্কুলে যাচ্ছিস?

অনির্বাণ বিরক্ত হয়ে একদিন মাকে বলেছিল,

মা, কাকুটা কী বোকা! স্কুল ড্রেস পরে আছি, ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছি, স্কুলে যাচ্ছি না তো কোথায় যাচ্ছি রোজ এক প্রশ্ন!

মা হেসে বলেছিলেন,

ওটা প্রশ্ন না রে। ওটা কথা বলার অভ্যাস। তখন সে বুঝতে পারেনি। বহু বছর পরে, আজ সে বুঝল।

কারণ আজকাল কেউ আর এমন প্রশ্ন করে না। লিফটে পাশাপাশি দাঁড়িয়েও মানুষ ফোন দেখে।

পাড়ায় নতুন কেউ এলেও পরিচয় হয় না। কেউ কারও খোঁজ নেয় না, আবার সবাই বলে, মানুষ কেমন পাস্টে যাচ্ছে।! খুব একা লাগে।

সেই দিন সন্ধ্যায় অনির্বাণ পার্কে হাঁটতে গিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে খোয়াল করল, একটা ছেলে একা বেধে বসে আছে। স্কুল ড্রেস পরা। মুখটা কেমন যেন গম্ভীর।

অনেক প্রশ্ন মাথায় এলো, স্কুল ড্রেসে সন্ধ্যাবেলা পার্কে বসে আছে কেন ছেলেটি টিউশন এ যাওয়ার ছিল হয়ত, কিন্তু পার্কে বসে আছে!

বাবা মা বকেছেন তাই কি রাগ করে এখানে বসে আছে কথা বলি জিজ্ঞেস করি জিজ্ঞেস করলে আবার “দ্ব্যস্তম্ম মন্ত্রধ্বন স্পন্দধ্বন” এ ঢোকা হয়ে যাবে না তো বলবে না তো, অন্যের জীবন নিয়ে এত কৌতূহল কিসের দুটো উল্টোপাল্টা উত্তর যদি দিয়ে দেয়।

থাক গে, পরের ছেলে, আমার কি! অনির্বাণ একটু ইতস্তত করল।

আজকাল কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করাও কঠিন। কে কী মনে করবে! আরো এক রাউন্ড মেরে এলো অনির্বাণ। ছেলেটি ঠায় বসে আছে। সাহস করে বলেই ফেলল অনির্বাণ,

কী রে, স্কুল থেকে ফিরছিস মনে মনে প্রমাদ গুনল - সেই বোকা বোকা প্রশ্ন!!

ছেলেটা মাথা তুলল।

হ্যাঁ।

কোন ক্লাস? ইলেভেন। তারপর দুজনেই চুপ।

অনির্বাণ ভাবল, এখানেই কথা শেষ। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরে

ছেলেটাই বলল, আঙ্কেল, আপনি এখানে রোজ আসেন হ্যাঁ, প্রায়ই। যেদিন অফিস থেকে তাড়াতড়ি ফিরি।

আমি মাঝে মাঝে আসি। বাড়িতে ভালো লাগে না।

অনির্বাণ চমকে গেল। ছেলেটির পাশে বসল।

কেন?

ছেলেটা একটু চুপ করে বলল, বাবা-মা দুজনেই চাকরি করেন। আর কেউ নেই। ওদেরও দোষ নেই, সবাই ব্যস্ত। আমার কথা শোনার সময় কারও নেই।

অনির্বাণ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে, খেলা দেখাচ্ছিস ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, সময় কই স্কুল, টিউশন, তারপর হোমওয়ার্ক.....

অনির্বাণ কিছু বলল না। শুধু শুনতে লাগল। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ছেলেটা নিজের কথা বলে গেল। স্কুলের চাপ। বন্ধুদের সমস্যা। ভবিষ্যতের ভয়। একা লাগা। সব। বিদায় নেওয়ার সময় ছেলেটা হেসে বলল, থাকক ইউ আঙ্কেল।

কিসের জন্য?

আজ অনেকদিন পরে কারও সঙ্গে কথা বললাম। বন্ধু নেই। আছে.. ওরাও ব্যস্ত।

তারপর স্কুল ব্যাগটা হাতে নিয়ে চলে গেল।

ছেলেটির চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে অনির্বাণ হেসে ফেলল, কয়েকপকনের শুরুটা কী দিয়ে হয়েছিল কোনও গভীর দর্শন দিয়ে নয়।

কোনও বড় উপদেশ দিয়ে নয়। শুধু একটা বোকা বোকা প্রশ্ন দিয়ে।

স্কুল থেকে ফিরছি। কয়েক মাস পরে একদিন অনির্বাণ বাজারে যাচ্ছিল।

রাস্তার ধারে এক বৃদ্ধা ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন।

হঠাৎ তিনি হাসিমুখে বললেন, বাবা, অফিস থেকে ফিরছ নাকি প্রশ্নটা শুনে অনির্বাণের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

আগের মতো হলে হয়তো মনে হতো, এ আবার কেমন প্রশ্ন!

কিন্তু আজ সে বোঝে, বৃদ্ধা তার অফিস সম্পর্কে জানতে চাননি।

তিনি শুধু বলতে চেয়েছিলেন, আমি তোমাকে দেখেছি।

তুমি আমার কাছে অচেনা নও। তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

অনির্বাণ দাঁড়িয়ে গেল। দুজনের মধ্যে পাঁচ মিনিট কথা হলো। আবহাওয়া নিয়ে। বাজারের দাম নিয়ে। পাড়ার পুরনো দিনের গল্প নিয়ে। খুব সাধারণ কথা।

কিন্তু বাড়ি ফিরে অনির্বাণের মনটা অদ্ভুত ভালো লাগছিল।

আমরা আজকাল একাকীত্ব নিয়ে অনেক কথা বলি।

ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলি।

মানুষের দূরে সরে যাওয়া নিয়ে কথা বলি।

কিন্তু হয়তো (এরপর ৩-এর পাতায়)

Baba Saheb Ambedkar Education University

(Erstwhile The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration)

25/2 & 25/3, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700019

NOTICE

Date: 14.09.2026

In terms of Notification No. 1003-HED-17014(99)/60/2022-CS-SEC-Dept. of HE Dated. 31.08.2026 of the Higher Education Department Government of West Bengal. Admission portal for 2 years B. Ed program for the session of 2026-2028 in Self-Financed colleges under BSAEU will remain open strictly as per the schedule below:-

Sl. No.	Events	Date
1.	Creation of APAAR Id as specified in B.Ed. and M.Ed. application form* (Link: https://www.abc.gov.in/)	14.09.2026 (Monday)
2.	On-line application starts on	14.09.2026 (Monday)
3.	Last date of on-line application	24.09.2026 (Thursday) Up-to 11:00 P.M.
4.	Last date of submission of Application Fee	24.09.2026 (Thursday) Up-to 11:30 P.M.
5.	Publication of College/Subject- wise merit list.	30.09.2026 (Wednesday) 4:00 P.M.
6.	Admission in the respective colleges	From 01.10.2026 (Thursday) To 03.10.2026 (Saturday)
7.	Submission of admitted student data in University portal	From 01.10.2026 (Thursday) To 03.10.2026 (Saturday)
8.	Commencement of B.Ed. class for the session 2026-28	03.11.2026 (Tuesday)

*Applicants are first required to create APAAR ID via ABC portal. as putting APAAR Id is a must as per UGC directives.

Asst.Registrar (Acting)

Assistant Registrar (Actg)

Baba Saheb Ambedkar Education University

স্বত্বাধিকারী অর্ণব কুমার দে কর্তৃক কুইক সার্ভিস, ১১ / ১৯ জি. কে. লেন, মকদমপুর, মালদা ৭৩২১০৩ ই-মেইল প্রকাশিত ও মুদ্রিত। সম্পাদক : অর্ণব কুমার দে। মুদ্রণ সহায়তা : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লি, কলকাতা। নির্বাচিত বিতরণ কেন্দ্রগুলি থেকে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। M : 977 5454 577

বিশ্বকর্মা প্রকল্প

প্রথম পাতার পর) বা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্য রয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের দেওয়া হবে আর্থিক সহায়তা, আধুনিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের জ্ঞান, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্র্যান্ড তৈরি ও প্রচারের সুযোগ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবহারের সুবিধা, সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ।

প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বকর্মা প্রকল্পের প্রধান সুবিধা স্বীকৃতি

- PM Vishwakarma Certificate বা বিশ্বকর্মা শংসাপত্র।

- PM Vishwakarma ID Card বা পরিচয়পত্র।

ঋণ সহায়তা

- জামানত ছাড়া ব্যবসা উন্নয়নের জন্য ঋণ।

দক্ষতা উন্নয়ন

প্রাথমিক ও উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

টুলকিট বা সরঞ্জাম কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা, কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার জন্য টাকা দেওয়া হবে, ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ, ডিজিটাল পেমেন্ট করলে প্রতি লেনদেনে প্রণোদনা।

বাজারজাতকরণ সহায়তা

পণ্যের মান উন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং, প্রচার ও বাজারের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মূল কথা

কাঠমিস্ত্রি, কামার, স্বর্ণকার, কুমোর, ভাস্কর, রাশমিস্ত্রি, নাপিত, ধোপা, দর্জি এমন বহু কারিগর নিজস্বের হাত ও সরঞ্জাম দিয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি, ঋণ, বাজারজাতকরণ সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

PM Vishwakarma প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক —

১. কারা এই প্রকল্পের আওতায় থাকবেন?

- ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও শিল্পীরা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন।

- গুরু-শিষ্য পরম্পরায় কাজ শেখা ও করা কারিগরদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- প্রথম পর্যায়ে ১৮টি ঐতিহ্যবাহী পেশা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- প্রায় ৩০ লক্ষ উপভোক্তাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

- একটি পরিবার থেকে একজন ব্যক্তি এই সুবিধা পাবেন।

- গত ৫ বছরে একই ধরনের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া ব্যক্তির এই প্রকল্পে বাদ পড়তে পারেন।

২. প্রকল্পের সুবিধা

- বিশ্বকর্মা শংসাপত্র ও পরিচয়পত্র।

- জামানত ছাড়া ঋণ।

- দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ।

- টুলকিট কেনার জন্য অর্থ।

- ডিজিটাল লেনদেনে প্রণোদনা।

- বাজারজাতকরণ সহায়তা।

৩. আবেদন ও যাচাই প্রক্রিয়া

- উপভোক্তাকে আবেদন করে নিবন্ধন করতে হবে।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অথবা শহর এলাকার স্থানীয় সংস্থার নির্বাহী প্রধান আবেদন যাচাই করবেন।

- জেলা বাস্তবায়ন কমিটি আবেদন পরীক্ষা করবে।

- একটি ক্রিনিং কমিটি পুরো প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখবে।

- যাচাই সম্পন্ন হলে উপভোক্তা PM Vishwakarma Certificate ও ID Card পাবেন।

৪. প্রকল্প চালুর গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

- ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বাজেট বক্তৃতায় প্রকল্পের ঘোষণা।

- ১৮ জুলাই ২০২৩ EFC-এর অনুমোদন।

- ১৬ আগস্ট ২০২৩ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন।

- ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা।

- প্রথম দিনেই ১ লক্ষ উপভোক্তার নিবন্ধন করা হয়।

- প্রকল্পটি পাঁচ বছরের মধ্যে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

PM Vishwakarma প্রকল্পের সুবিধার বিস্তারিত বিবরণ —

১. স্বীকৃতি বা Registration

- উপভোক্তাকে PM Vishwakarma Certificate দেওয়া হবে।

- একটি PM Vishwakarma ID Card দেওয়া হবে।

- এর মাধ্যমে কারিগর হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া যাবে।

২. ঋণ সহায়তা বা Credit Support

ঋণের পরিমাণ

- প্রথম ধাপের ঋণ সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা।

- পরিশোধের সময় ১৮ মাস।

- দ্বিতীয় ধাপের ঋণ সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা।

- পরিশোধের সময় ৩০ মাস।

৩. দক্ষতা উন্নয়ন বা Skill Upgradation

- প্রথমে কারিগরদের দক্ষতা চিহ্নিত করা হবে।

- এরপর ৫ দিনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

- প্রয়োজন অনুযায়ী ১৫ দিন বা তার বেশি সময়ের উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

- প্রশিক্ষণের সময় প্রতিদিন ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে।

- প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষতার শংসাপত্র দেওয়া হবে।

৪. টুলকিট প্রণোদনা — Toolkit Incentive

- প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার জন্য প্রাথমিকভাবে ১৫,০০০ টাকা দেওয়া হবে।

- টাকা প্রথমে DBT (Direct Benefit Transfer)-এর মাধ্যমে দেওয়া হবে।

- পরবর্তীতে e-RUPI বা ই-ভাউচারের মাধ্যমেও দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৫. ডিজিটাল লেনদেনে প্রণোদনা

- ডিজিটাল লেনদেন করলে প্রতি লেনদেনে ১ টাকা প্রণোদনা দেওয়া হবে।

মাসে সর্বোচ্চ ১০০টি লেনদেনের জন্য এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

- অর্থাৎ, মাসে সর্বোচ্চ ১০০ টাকা পর্যন্ত প্রণোদনা পাওয়া সম্ভব।

৬. বাজারজাতকরণ সহায়তা বা Marketing Support

- পণ্যের মান যাচাই ও মানোন্নয়নে সহায়তা।

- ব্র্যান্ড তৈরি ও প্রচার।

- বিজ্ঞাপন ও প্রচারমূলক কার্যক্রম।

- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ।

- অনলাইন ও অফলাইন বাজারে পণ্য বিক্রির সুযোগ।

- এই কাজের জন্য ২৫০ কোটি টাকার তহবিল রাখা হয়েছে।

- প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ১৮টি ঐতিহ্যবাহী পেশা।

- কাঠভিত্তিক পেশা

- কাঠমিস্ত্রি Carpenter / Suthar

- নৌকা নির্মাতা Boat Maker

- লোহা ও ধাতুভিত্তিক পেশা

- অস্ত্র নির্মাতা Armourer

- কামার Blacksmith / Lohar

- হাতুড়ি ও সরঞ্জাম নির্মাতা Hammer & Tool Kit Maker

- তাল-চাবি মিস্ত্রি Locksmith

- চামড়াভিত্তিক পেশা

- চর্মকার / জুতো প্রস্তুতকারক Cobbler / Shoesmith / Footwear Artisan

- নির্মাণভিত্তিক পেশা

- রাজমিস্ত্রি Mason / Raajmistri

- অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী পেশা

- ঝুড়ি, চাটাই, ঝাঁটা ও নারকেলের ছোবড়ার সামগ্রী প্রস্তুতকারক

- পুতুল ও খেলনা নির্মাতা Traditional Doll & Toy Maker

- নাপিত Barber / Naai

- মালা প্রস্তুতকারক Garland Maker / Malakaar

- ধোপা Washer / Dhobi

- দর্জি Tailor / Darzi

- জাল প্রস্তুতকারক Fishing Net Maker

- সোনা ও রূপাভিত্তিক পেশা

- স্বর্ণকার Goldsmith / Sonar

- মাটিভিত্তিক পেশা

- কুমোর Potter / Kumhaar

- পাথরভিত্তিক পেশা

- ভাস্কর / পাথর খোদাইকারী / পাথর ভাস্কর কারিগর Sculptor / Stone Carver / Stone Breaker

- PM Vishwakarma প্রকল্পে আবেদন থেকে সুবিধা পাওয়ার ধাপ।

ধাপ ১ আবেদন

- উপভোক্তা প্রকল্পের জন্য আবেদন করবেন।

ধাপ ২ নিবন্ধন ও যাচাই

- গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা শহর এলাকার স্থানীয় সংস্থার নির্বাহী প্রধান

আবেদন যাচাই করবেন।

- জেলা বাস্তবায়ন কমিটি আবেদন পরীক্ষা করবে।

- ক্রিনিং কমিটি পুরো প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখবে।

ধাপ ৩ স্বীকৃতি

- যাচাই সম্পন্ন হলে উপভোক্তা পাবেন

- PM Vishwakarma Certificate

- PM Vishwakarma ID Card

- ধাপ ৪ দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও টুলকিট

- দক্ষতা চিহ্নিতকরণ।

- ৫ দিনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ।

- ১৫ দিন বা তার বেশি উন্নত প্রশিক্ষণ।

- প্রাথমিক প্রশিক্ষণের শংসাপত্র।

- টুলকিট কেনার জন্য ১৫,০০০ টাকা।

ধাপ ৫ ঋণ সহায়তা

- প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর ঋণের আবেদন ব্যাংকে পাঠানো হবে।

- ব্যাংক ঋণ অনুমোদন করবে।

- CGTMSF-এর মাধ্যমে ঋণের গ্যারান্টি কভারেজ থাকবে।

- ঋণ উপভোক্তার কাছে বিতরণ করা হবে।

- সুদের ভর্তুকির টাকা ব্যাংকে দেওয়া হবে।

ধাপ ৬ ডিজিটাল লেনদেন

- উপভোক্তার জন্য স্ট্রু কোড তৈরি করা হবে।

- ডিজিটাল লেনদেনের তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে যাচাই হবে।

- প্রতি লেনদেনে ১ টাকা করে, মাসে সর্বোচ্চ ১০০টি লেনদেনের জন্য প্রণোদনা দেওয়া হবে।

ধাপ ৭ বাজারজাতকরণ

- পণ্যের মান উন্নয়ন ও মান নির্ধারণে সহায়তা।

- GeM, ONDC ও অন্যান্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে পণ্য বিক্রির সুযোগ।

- ব্র্যান্ডিং ও প্রচারের সহায়তা।

প্রকল্প বাস্তবায়নের কাঠামো

- জাতীয় স্ট্রিয়ারিং কমিটি প্রকল্পের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা দেবে।

- রাজ্য পর্যায়ের মনিটরিং কমিটি রাজ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে।

- জেলা বাস্তবায়ন কমিটি জেলা পর্যায়ে আবেদন যাচাই ও বাস্তবায়নের কাজ করবে।

- জাতীয় ও রাজ্য PMU প্রকল্প পরিচালনায় সহায়তা করবে।

- ব্যাংক ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করবে।

- দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রশিক্ষণ দেবে।

- KVIC ও অন্যান্য মাঠপর্যায়ের সংস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

- মোবাইল অ্যাপ ও বহুভাষিক হেল্পলাইন উপভোক্তাদের তথ্য ও সহায়তা দেবে।

- ব্যাংকগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- বাজারজাতকরণ ও বাজারের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা।

- এই প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরদের পণ্য বাজারে পৌঁছে দিতে নিম্নলিখিত সহায়তা দেওয়া হবে।

- পণ্যের নতুন নকশা বা ডিজাইন উন্নয়ন।

- পণ্যের প্যাকেজিং উন্নত করা।

- ব্র্যান্ড তৈরি ও পরিচিতি বাড়ানো।

- বিজ্ঞাপন ও প্রচার।

- অনলাইন ও অফলাইন বাজারে পণ্যের উপস্থিতি বাড়ানো।

- GeM, Khadi India, MSME Mart ও ONDC-এর মতো প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যোগাযোগ।

- পণ্যের মান যাচাই ও সার্টিফিকেশন।

- বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ।

- ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন।

- স্থানীয় প্রদর্শনী ও মেলায় মাধ্যমে পণ্য প্রচার।

সংক্ষেপে

PM Vishwakarma প্রকল্প ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের স্বীকৃতি, প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম, ঋণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করে।

এর মূল লক্ষ্য হলো কারিগরদের কাজের মান ও আয় বাড়ানো এবং তাঁদের আধুনিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী পেশাগুলিকে আরও শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আইসিএনইউ

(চতুর্থ পাতার পর)

ও পেট ভরা রাখতেও সহায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে সাধারণ সাদা চালের তুলনায় এতে থায়ামিন, নিয়াসিন, ভিটামিন বি, আয়রন ও ক্যালশিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে। চাল ধুটেনমুক্ত হওয়ায় ধুটেন সংবেদনশীলদের জন্যও এটি উপযোগী। ২৬ সেপ্টেম্বরের

খ্রি-কনফারেন্স ওয়ার্কশপে কালার চিকিৎসা পুষ্টির ভূমিকা, আধুনিক নিউট্রিশনাল প্র্যাকটিস এবং রোগীকে আরও কার্যকর পুষ্টি-পরিবেশ দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হবে। পরিচালনা করবেন মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিফ ডায়েটিশিয়ান শিবশংকর তিয়ানপতি। মূল সম্মেলনে ডায়াবিটিস, গুবেসিটি, কিডনি ও গ্যাস্ট্রোএন্টেরালজি-সহ বিভিন্ন রোগে নিউট্রিশনাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি গুরুত্ব পাবে দেশীয় খাদ্যাভ্যাস ও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য খাবারকে কীভাবে রোগীর পুষ্টি পরিকল্পনায় আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই প্রশ্নও। খাবার শুধু শরীরের উপর প্রভাব ফেলে না, প্রভাব ফেলে পরিবেশের উপরও। তাই এবারের আইসিএনইউ-তে খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক এবং কোন ধরনের খাবার বেছে নিলে এনভায়রনমেন্টাল লোড কমানো সম্ভব, তা নিয়েও আলোচনা হবে। বিষয়টি তুলে ধরবেন ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি অফ সারের অধ্যাপক ড. হুমা সাধুনী। সম্মেলনে পিয়ারলেস হস্পিটালের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের মধ্যে ডা. অশোকানন্দ কোনার, ডা. অজয়কৃষ্ণ সরকার, ডা. শৌভিক সুরাল, ডা. মধুচন্দা কর-সহ একাধিক বিশেষজ্ঞে অংশ নেবেন।

থাকবেন লালবাবা রাইসের ডিরেক্টর পার্থসারথী নন্দী, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রধান আনন্দিতা সাগর, অধ্যাপক সতীশ বলা। আইসিএনইউ ২০২৬-এর ভাবনা তই শুধু কী খাব, সেই প্রশ্নে থেমে নেই। পুষ্টিতে শুধু ডায়েট চার্ট হিসেবে নয়, চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা।

সম্মেলন

(চতুর্থ পাতার পর)

অ্যাক্সেস অফিসার।

- উষধ আইন ও বিধির সাথে সামঞ্জস্য রাখা।

- ড্রাগ অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র জমা এবং পরিচালনা।

ক্রিনিক্যাল রিসার্চ

নতুন ড্রাগ ডেভেলপমেন্টের জন্য ক্রিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনা। রোগীর নানা শারীরিক পরীক্ষার ফলাফল এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণ।

ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেটিং

- চিকিৎসা পেশাজীবীদের কাছে ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য প্রচার।

- বিক্রয় এবং ব্যবসায়িক ডেভেলপমেন্টের ভূমিকা।

- উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণা ফার্মাসিউটিক্যাল সার্কেলে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য M.Pharm PhD করা।

- অ্যাকাডেমিক এবং শিল্প গবেষণার সুযোগ।

সরকারি ক্ষেত্রে

ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল (DCGI) এবং ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA) এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিতে ড্রাগ ইনস্পেকটরদের চাকরি।

সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং রেলগোয়েতে প্রচুর ফার্মাসিস্ট নেওয়া হয়। ওষুধের স্টক বজায় রাখা এবং রোগীদের ওষুধ দেওয়া এদের মূল দায়িত্ব।

তথ্য সহায়তা ড. অসীম হালদার, অধ্যাপক, ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি, অ্যাডামস ইউনিভার্সিটি।

মেনিস্কাসে

(চতুর্থ পাতার পর)

মেরামত করার চেষ্টা করা হয়। সব মেনিস্কাসের চোটে কি অস্ত্রোপচার দরকার মেনিস্কাসে চোট লাগলেই যে অস্ত্রোপচার করতে হবে, তা নয়।

চিকিৎসার পদ্ধতি প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে আলাদা হওয়া উচিত। রোগীর বয়স, শারীরিক সক্রিয়তা, উপসর্গ, মেনিস্কাসে চোটের ধরন ও অবস্থান এবং হাঁটুর অন্য কোনও চোট রয়েছে কি না এসব বিষয় বিবেচনা করে চিকিৎসা ঠিক করা হয়।

সঠিক চিকিৎসায় খেলাধুলায় ফেরা সম্ভব সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়, উপযুক্ত চিকিৎসা এবং নিয়ম মেনে রিহাবিলিটেশন করলে অনেক রোগীই আবার খেলাধুলা ও স্বাভাবিক সক্রিয় জীবনে ফিরতে পারেন। মেনিস্কাসকে সুরক্ষিত রাখুন, হাঁটুর জয়েন্টকে ভালো রাখুন এবং সক্রিয় থাকুন।

জনসচেতনতার বার্তা

হাঁটু ঘুরে যাওয়ার মতো চোটের পর বাধা দীর্ঘদিন থাকলে সঠিকভাবে পরীক্ষা করানো জরুরি। মেনিস্কাসে গুরুতর চোট দ্রুত শনাক্ত করা গেলে তা সুরক্ষা করার এবং দীর্ঘমেয়াদে হাঁটুর স্বাস্থ্য ভালো রাখার সুযোগ বাড়বে।

যেচে কথা বলা

(প্রথম পাতার পর)

ভুলে যাই, মানুষের কাছে যাওয়ার রাস্তা অনেক সময় খুব ছোট ছোট জায়গা থেকে শুরু হয়।

এই, একটা কেমন আছে। একটা কোথায যাচ্ছ। একটা আজ এত চুপচাপ কেন কি রান্না করলে আজ আজকাল দেখাই যায় না!

হয়তো এগুলো সত্যিই বোকা বোকা প্রশ্ন। কিন্তু অনেক সময় এই বোকা বোকা প্রশ্নগুলোই একজন মানুষকে মনে করিয়ে দেয়, সে একা নয়। কেউ একজন অন্তত তার দিকে তাকিয়েছে।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে অনিবার্ণ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

সে, তার স্ত্রী আর তার ছেলে, তিনজন মানুষ একই ছাদের নীচে থাকে। তবু সকালে সবাই বাস। দিনভর আলাদা।

রাতে যে যার ঘরে। ছেলের দরজা বন্ধ থাকলে সে সাধারণত নকও করে না। মনে হয়, ওর নিজের স্পেস আছে।

বিরক্ত করব না।

